# বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোসহ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শিক্ষকদের ১৩ দাবি

ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট

প্রকাশ : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪:৫৪

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজের সঙ্গে অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া

বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি এবং চাকরি জাতীয়করণসহ ১৩ দফা দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকিলিপি দিয়েছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া এসব দাবি উত্থাপন করেন। এসময় শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

স্মারকিলিপিতে বলা হয়েছে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে বর্তমান বেতন কাঠামোতে শিক্ষকদের সম্মানজনক জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান নিশ্চিত করতে অবিলম্বে আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি ও কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন ১২ হাজার ৫০০ টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ অবস্থায় শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতনস্কেল চালুসহ সরকারি নিয়মে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, পূর্ণাঙ্গ উৎসব ও বিনোদন ভাতা প্রদানের দাবি জানানো হয়।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে স্মারকে বলা হয়, তহবিলে অর্থের অভাবে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ হাজার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিচার এবং দ্রুত তহবিল বরাদ্দ দিয়ে পাওনা পরিশোধের দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের নতুন কমিটি দ্রুত গঠন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে এনটিআরসিএ-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সংস্কার এবং যোগ্য প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। পাশাপাশি দক্ষ ও নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রশাসন গড়তে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে কাঠামো পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অতীতে বিভিন্ন কারণে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পুনর্বহাল ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবিও রয়েছে ১৩ দফার মধ্যে।

অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে স্বীকৃতপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত এমপিওভুক্ত করা, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে এইচএসসি (বিএম) কোর্স ও বেসরকারি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় ল্যাব স্থাপন। এছাড়া নিয়মিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার এবং দেশব্যাপী কিন্ডারগার্টেনগুলোকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় নিবন্ধনের দাবি জানানো হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট আশা প্রকাশ করেছে যে, শিক্ষা খাতের এসব সমস্যা সমাধানে মন্ত্রী দ্রুত সক্রিয় উদ্যোগ নেবেন।